দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 DEC 1998

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কলেজ পালানো শিক্ষক ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

একটি দেশ ও জাতির জীবনে যখন অবক্ষয় ঘটে, তখন ইহার কোন অংশই সে কুপ্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। এ দেশে প্রতিটি পেশার মধ্যেই কর্তব্যে অবহেলা, অযোগ্যতা, দুর্নীতি কমবেশী দৃশ্যমান। কাজেই মহান পেশা শিক্ষকতাও তাহা হইতে একেবারে মুক্ত থাকিবে-এমনটি আশা করা অবান্তর। সাম্প্রতিককালে, পত্র-পত্রিকায় আলোচিত একটি বিষয় 'কলেজ পালানো শিক্ষক'। পত্রিকার মাধ্যমে জানা গিয়াছে যে, শিক্ষা মন্ত্রাণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কলেজ পালানো শিক্ষকদের তালিকা তৈরী করা হইতেছে। এতদিন জানিয়াছি, 'স্কুল পালানো ছাত্রের' কথা আর এবার জানিলাম 'কলেজ পালানো শিক্ষকের' কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী, অন্যান্য পেশাজীবীদের তুলনায় নিঃসন্দেহে অধিকতর সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে উক্ত শব্দগুলি ন্যূনতম সৌজন্য প্রকাশ করে না। 'কলেজ পালানো শিক্ষক'- যাঁহারা অননুমোদিতভাবে কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। তাই যদি হয় তবে প্রাসঙ্গিকভাবেই বলিতে হয়, এদেশে অফিস পালানো কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও নেহায়েত অপ্রতুল নহে। কিন্তু সে কথায় আসিতেছি না কারণ অর্থের প্রাচুর্যে-ক্ষমতার দাপটে আর দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় শিক্ষকদের অবস্থান একেবারে পেছনের সারিতে। শিক্ষকেরা নিতান্তই অসহায়। এ দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য ইহাই যে, এখানে প্রকৃত সমস্যাকে গভীরভাবে উপলব্ধি না করিয়া সমস্যা সমাধানের নামে কখনও কখনও এমন কিছু ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয় যাহাতে সমস্যার কোন সমাধান হয় না। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দৈন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা একদিনের সৃষ্ট ঘটনা নয়। কিন্তু এই দৈন্যতার কারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত না করিয়া শুধুমাত্র কলেজের ক্লাসরুটিন পরিবর্তন আর তথাকথিত 'কলেজ পালানো শিক্ষকদের' শত-সহস্র তালিকা তৈরী করিয়া আর যাহাই হোক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটিবে এমন আশা করা কতটা সমীচিন তাহা ভাবিয়া দেখার দাবী রাখে।

এম.এস ইসলাম,
কেরানীপাড়া, রংপুর।